# কানযুল ইরফান

## ফী

## তারজামাতিল কুরআন




মাআ হাশিয়াতি ইফহামিল কুরআন

লেখক: শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর আবু সালেহ
মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী আত্তারী (مدّ ظلّه العالی)

وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ
لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی
وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ۙ
اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلٰی
عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی
الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۴۱﴾

৪১. আর তোমরা জেনে রাখো! তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে পেয়েছো,[১] নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্যই তার এক পঞ্চমাংশ ও রাসূলের জন্য,নিকট আত্মীয় , এতিম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য। যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহর প্রতি এবং হক ও বাতিলের ফয়সালার দিন আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তার প্রতি, যেদিন দুটি দল মুখোমুখি হয়েছে, আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْیَا وَهُمْ
بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰی وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ
مِنْكُمْ ؕ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ
فِی الْمِیْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّیَقْضِیَ اللّٰهُ اَمْرًا
كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ

৪২. যখন তোমরা ছিলে নিকটবর্তী প্রান্তরে আর তারা(কাফেররা) ছিলো দূরবর্তী প্রান্তরে, এবং কাফেলা ছিলো তোমাদের চেয়ে নিম্নভূমিতে, আর যদি তোমরা পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে, তাহলে অবশ্যই সেই প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে তোমরা মতবিরোধ করতে কিন্তু আল্লাহ যাতে সম্পন্ন করেন এমন কাজ যা হওয়ারই ছিলো, যে ধ্বংস হওয়ার সে যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকার সে

টীকা:

১ ওই সম্পদ যা মুসলমান কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধে বিজয় হিসেবে অর্জন করে তাকে গনীমত বলে এবং যুদ্ধ ছাড়া যে সম্পদ কাফেরদের কাছ থেকে অর্জিত হয় যেমন খারাজ (ভূমি ঋন), জিযিয়া এগুলোকে ফায় বলে।

عَنۡۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحۡيٰى مَنۡ حَىَّ عَنۡۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ۙ﴿۴۲﴾

যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর বেঁচে থাকে,[১] আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ,সর্বজ্ঞ।

اِذۡ يُرِيۡكَهُمُ اللّٰهُ فِىۡ مَنَامِكَ قَلِيۡلًا ؕ وَلَوۡ اَرٰىكَهُمۡ كَثِيۡرًا لَّفَشِلۡتُمۡ وَلَتَنَازَعۡتُمۡ فِى الۡاَمۡرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ﴿۴۳﴾

৪৩. (হে হাবীব স্মরণ করো!) যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নের মধ্যে তাদেরকে (কাফেরদেরকে) স্বল্প সংখ্যায় দেখিয়েছিলেন। আর তোমাকে যদি তাদেরকে বেশি সংখ্যায় দেখাতেন তাহলে (হে মুসলমানগণ!) তোমরা সাহাসহারা হয়ে পড়তে এবং বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করতে কিন্তু আল্লাহ নিরাপত্তা দিয়েছেন । নিশ্চয়ই অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই জানেন।

وَاِذۡ يُرِيۡكُمُوۡهُمۡ اِذِ الۡتَقَيۡتُمۡ فِىۡۤ اَعۡيُنِكُمۡ قَلِيۡلًا وَّيُقَلِّلُكُمۡ فِىۡۤ اَعۡيُنِهِمۡ لِيَقۡضِىَ اللّٰهُ اَمۡرًا كَانَ مَفۡعُوۡلًا ؕ وَ

৪৪. আর (হে মুসলমানগণ স্মরণ করো!) যখন তোমরা মুখোমুখি হয়েছিলে, তিনি তোমাদের চোখে তাদেরকে (কাফেরদেরকে) স্বল্প দেখিয়েছিলেন এবং তাদের চোখেও তোমাদেরকে স্বল্প দেখিয়েছিলেন,[২] যাতে

টীকা:

১ এখানে ধ্বংস বলতে কুফর এবং জীবন বলতে ঈমানকে বোঝানো হয়েছে। এবং আয়াতের অর্থ হচ্ছে, বদরের বিজয় দ্বারা হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র নবুওয়াত ও ইসলামের সত্যতার মজবুত দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো। এজন্য এখন যে কুফর করে ধ্বংসের দিকে পা বাড়াবে সে মূলত দলিল ও প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পর বাড়াবে। আর যে ইসলাম গ্রহণ করে জীবন পাবে সে মূলত দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর করবে।

২ মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সংখ্যা কম দেখানোর মধ্যে হিকমত এটাই ছিলো যে, রাসূল আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র স্বপ্নের সত্যতা প্রকাশ পেয়ে যায়, মুসলমানদের অন্তর যেন মজবুত হয়ে যায় আর কাফেরদের উপর তাদের সাহস বেড়ে যায়। আর অন্যদিকে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখানোর মধ্যে হিকমত এটাই ছিলো, মুশরিকরা যেন মোকাবেলায় অটল থাকে পালিয়ে না যায় আর এই সংখ্যাধিক্য শুরুতে ছিলো, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাদের কাছে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি দেখা দিতে লাগলো।

ع ٤

| | |
|---|---|
| اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤٤﴾ ع | আল্লাহ সম্পন্ন করেন এমন কাজ যা হওয়ারই ছিলো।[১] এবং যাবতীয় বিষয় আল্লাহর নিকটই ফিরে আসে। |
| يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٥﴾ ج | ৪৫. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোনো দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাকো আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হও । |
| وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٦﴾ ج | ৪৬.আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর ঝগড়া করো না।[২] করলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধরো । নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। |
| وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٧﴾ | ৪৭. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা নিজেদের ঘর থেকে অহঙ্কার ও লোক দেখানোর জন্য বের হয়েছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা প্রদান করে, আর তারা যা করে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন। |

টীকা:

১ এই কাজ দ্বারা ইসলামের বিজয়, মুসলমানদের সাহায্য, শিরকের বাতিল হওয়া, মুশরিকদের লাঞ্ছনা এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র মুজিযার বহিঃপ্রকাশ। তিনি যা বললেন তা হয়ে গেলো। আর কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোকের উপর বিজয় অর্জন করলো।

২ এই আয়াতে যুদ্ধের আদব এবং যুদ্ধকালীন মতানৈক্য আর বিবাদ থেকে বাঁচার হুকুম ও মতোবিরোধের ক্ষতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য সাধারণ অবস্থাতেও মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচা এবং ঐক্যমতের রাস্তা গ্রহণ করা উচিত। ইতিহাস সাক্ষী যে, যতদিন মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ ছিল ততদিন তাদের সাহসিকতা বাহদুরীর কথা আপন পর সবাই জানতো। এবং কাফেরদের উপর তাদের ভয় ও আতঙ্ক প্রতিষ্ঠিত ছিলো। যেদিন থেকে তাদের একতা টুকরো টুকরো হয়ে বিভক্ত হয়ে গেলো সেদিন থেকে তাদের বাহাদুরী শেষ হয়ে গেছে।

وَ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ اِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর (স্মরণ করো!) যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের আমলসমূহ সুশোভিত করলো এবং বললো, 'আজ মানুষের মধ্য থেকে তোমাদের উপর কোনো বিজয়ী নেই এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পার্শ্বে অবস্থানকারী'। অতঃপর যখন দু'দল একে অপরকে দেখলো, তখন সে (শয়তান) পিছু হটলো এবং বললো, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের থেকে মুক্ত, নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু দেখছি , যা তোমরা দেখছো না। অবশ্যই আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

ع ٢ ٢

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলেছিলো,[১] 'এদেরকে(মুসলমানদেরকে) এদের দ্বীন ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।' আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তবে তো আল্লাহ নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী , প্রজ্ঞাময় ।

وَ لَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ ۚ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٥٠﴾

৫০. এবং যদি তুমি দেখতে যখন ফেরেশতারা কাফেরদের প্রাণ হনন করছিলো, তাদের চেহারায় ও পশ্চাতে আঘাত করে, আর বলছিলো ' তোমরা জলন্ত আগুনের আযাব আস্বাদন করো।

টীকা:

১ এখানে মুনাফিক বলতে আউস ও খাজরাজ গোত্রের কিছু লোককে বোঝানো হয়েছে। অথচ অন্য শব্দ অর্থাৎ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে বলতে মক্কা মুকাররামার ওই সব লোককে বোঝানো হয়েছে যারা ইসলামের কালেমা তো পড়ে নিয়েছিলো কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের অন্তরে সন্দেহ বাকী ছিলো।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٥١﴾

৫১. তোমাদের হাত আগে যা প্রেরণ করেছে সে কারণে এ পরিণাম । আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।[১]

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

৫২. যেমনটি ফেরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তী লোকজনের অভ্যাস ছিলো, তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছিলো; ফলে আল্লাহ তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও কঠিন শাস্তিদাতা।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٣﴾

৫৩. তা এজন্য যে, আল্লাহ কোনো নিয়ামতের পরিবর্তনকারী নন, যা তিনি কোনো সম্প্রদায়কে দান করেছেন যতক্ষণ না তারা পরিবর্তন করে তাদের নিজেদের মধ্যে যা আছে;[২] আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞ।

টীকা:

১ এর দ্বারা অধিক জুলুমকারী নয় বরং মুতলাক জুলুমকারীকে বোঝায় অর্থাৎ আল্লাহ পাক একেবারেই জুলুমকারী নন।

২ আল্লাহ পাকের আইন হচ্ছে, কোনো জাতিকে নিয়ামত দান করার পর ততক্ষণ পর্যন্ত ওই নিয়ামতকে আযাব দ্বারা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই জাতি নিজেদের মন্দ আমলের কারণে ওই নিয়ামতের ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুপুযোক্ত মনে না করে। পূর্বের আর বর্তমান জাতির উন্নতি ও অবনতির জন্য এটাই সুদৃঢ় আইন যে, নিয়ামতের শোকর এবং হক আদায় করার কারণে নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। আর শোকর আদায় না করলে শাস্তি দেয়া হয়। এই আইন শুধুমাত্র কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং মুসলমানরাও যদি এভাবেই জীবন অতিবাহিত করে তাহলে আল্লাহ পাক তাদের কাছ থেকেও তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত নিয়ে নেন আর মুসলমানদেরকেও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয় যেমন মুসলমানদের উন্নতি আর অবনতির সম্পর্কে যারা অবহিত তারা ভালোকরেই জানে।

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ
فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. যেমনটি ফেরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তী লোকজনের অভ্যাস ছিলো। তারা তাদের রবের আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছিলো। ফলে তাদের পাপের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং ফেরাউনের লোকজনকে ডুবিয়ে মেরেছিলাম আর তারা সকলেই ছিলো জালেম।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾ ۚ

৫৫. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী তারা, যারা কুফরী করে, অতঃপর তারা ঈমান আনে না।[১]

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ
عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. ওই সব লোক, যাদের সাথে তুমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছো, অতঃপর তারা প্রতিবারই তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা ভয় করে না।

فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ
مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. সুতরাং তোমরা যদি যুদ্ধে তাদেরকে নাগালে পাও, তবে তাদেরকে এমন মারা মারো, যাতে তাদের পেছনে অবস্থানকারীরাও পালিয়ে যায়, আশা করা যায় এ থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً

৫৮. এবং যদি তুমি কোনো সম্প্রদায় থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করো, তবে তাদের চুক্তি

টীকা:

১ কাফেরদেরকে প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট বলার কারণ এটা বলা হয়েছে যে, প্রাণীরা আল্লাহ পাকের আয়াত শোনা,বোঝা আর দেখার শক্তি থেকে মুক্ত তারপরও তারা নিজেদের উপকার ক্ষতি বোঝে এবং নিজের মালিকের আনুগত্য করে অথচ কাফেররা নিজেদের অঙ্গসমূহ দ্বারা আল্লাহ পাকের আয়াত শোনা বোঝা আর দেখার শক্তি থাকার পরও সেগুলো দ্বারা উপকার অর্জন করতে পারে না। কুফরীর মধ্যে থেকে নিজের ক্ষতি নিজেই করে এবং স্বীয় রবের অবাধ্য হয় এই কারণে সকল প্রাণীর চেয়ে নিকৃষ্ট।

فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿۵۸﴾

তাদের দিকে নিক্ষেপ করো যাতে সমান সমান অবস্থা বিরাজিত হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[১]

ع ٧ ٣

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৯. এবং কাফেররা যেন কখনও মনে না করে যে, তারা (আযাবের) নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۶۰﴾

৬০. আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখো, যাতে তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে[২] আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রু এবং এছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যা খরচ করো, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো প্রকার জুলুম করা হবে না।

টীকা:

১ এই আয়াতে সাধারণ মুসলমান এবং মুসলমান শাসকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যখন কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আলামত প্রকাশ পায় তখন মুসলমানদের আমীর যেন চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে বলে দেয় আর তাদেরকে আক্রমন করার পূর্বে তাদেরকে অবগত করে দেয়, যাতে এই সম্প্রদায় হতে চুক্তি ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য না হয়। আর যদি চুক্তি ভঙ্গ প্রকাশ্য দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় তাহলে চুক্তি শেষ হওয়া এবং যুদ্ধ সম্পর্কে অবগত করার কোনো প্রয়োজন নেই বরং অবগত করা ছাড়ায় হামলা করা যেতে পারে।

২ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অস্ত্র আর সরঞ্জাম সবকিছু প্রস্তুত রাখো যার মাধ্যমে যুদ্ধকালীন শক্তি অর্জিত হয়। বর্তমানে যেহেতু জল স্থল আর সমুদ্রে যুদ্ধ হয়ে থাকে যার মধ্যে ট্যাঙ্ক,মীযাইল, সামুদ্রিক জাহাজ ও উড়ো জাহাজ ইত্যাদি অস্ত্রের মাধ্যমে শত্রুদের মোকাবেলায় শক্তি অর্জিত হয়। এজন্য ওই অস্ত্রের প্রস্তুতিও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

৬১. আর যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড়ো এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখো। নিশ্চয়ই তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. আর (হে হাবীব!) যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।[১]

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. আর তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করেছেন। তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾ ع

৬৪. হে নবী! আল্লাহই তোমার এবং তোমার অনুসারী ঈমানদারদের জন্য যথেষ্ট।

ع ٨

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى

৬৫. হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো। যদি তোমাদের মধ্যে বিশ

টীকা:

১ বদরে আল্লাহ পাকের সাহায্য তো সেটা ছিলো যা ফেরেশতাদের মাধ্যমে এসেছিলো। আর মুসলমানদের মাধ্যমে সাহায্য তো সেটা ছিলো যা মুহাজির ও আনসারদের মাধ্যমে এসেছিলো। এ থেকে দ্বারা বোঝা গেলো যে, আল্লাহ পাকের সাহায্য ফেরেশতাদের মাধ্যমেও হয়ে থাকে এবং নেককারদের মাধ্যমেও। এছাড়া প্রকাশ্য উপকরণের মাধ্যমেও হয় অপ্রকাশ্য ভাবেও হয়।

الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ
صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ
مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকে, তাহলে কাফেরদের এক হাজারের উপর বিজয়ী হবে কেননা কাফেররা এমন সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ
ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ
يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ
اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ
وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. এখন আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে বোঝা হালকা করে দিয়েছেন[১] এবং তিনি জানেন যে, তোমরা দুর্বল।[২] সুতরাং যদি তোমাদের মধ্যে একশ'জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার লোক থাকে, তবে তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার লোকের উপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى
حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ

৬৭. কোনো নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, তার নিকট কাফেররা যুদ্ধ বন্দী হয়ে থাকবে (এবং পণের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মুক্ত করবেন) যতক্ষণ না তিনি জমিনে তাদের

টীকা:

১ এই আয়াত এর পূর্বের আয়াতের নাসিখ(রহিতকারী) অর্থাৎ প্রথমে তো দশগুন অধিক বিরোধী দলের মোকাবেলায় অটল থাকা ফরয ছিলো আর এখন শুধু দ্বিগুনের মোকাবেলায় অটল থাকা ফরয।

২ এর দ্বারা ঈমানের দুর্বলতা নয় বরং শারিরীক দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে।

عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٧﴾

রক্ত প্রবাহিত করেন। তোমরা[১] দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছো এবং আল্লাহ চাচ্ছেন আখিরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিধান পূর্বেই লিপিবদ্ধ না থাকতো তবে হে মুসলমানগণ! তোমরা কাফেরদের কাছ থেকে যে সম্পদ গ্রহণ করেছো, তজ্জন্য তোমাদের উপর মহা শাস্তি পতিত হতো।[২]

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾ ع

৬৯. সুতরাং তোমরা যে পবিত্র গনীমত লাভ করেছো তা থেকে আহার করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ع ٩ ٥

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَ

৭০. হে নবী! তোমাদের হাতে যেসব যুদ্ধবন্দী আছে, তাদেরকে বলো, 'যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভাল কিছু দেখেন, তাহলে তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণ) যা নেয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন

টীকা:

১ বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে কিছু লোকের অভিমত এটা ছিলো যে, তাদের কাছ থেকে ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক আর কিছু লোকের অভিমত ছিলো এটা, তাদেরকে হত্যা করে দেওয়া হোক, অবশেষে ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেওয়া চুড়ান্ত হলো। অথচ আল্লাহ পাকের নিকট এটা অধিক পছন্দনীয় ছিলো যে,বন্দীদের তখনই হত্যা করে দেওয়া হোক। এরই ভিত্তিতে এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা অর্থ লাভের জন্য ফিদিয়া নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলো। এতে ওই সমস্ত লোক অন্তর্ভুক্ত নয় যারা বন্দীদের ঈমান আনার আশায় ফিদিয়ার পরামর্শ দিয়েছিলো যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ

২ এই লেখা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইজতিহাদের উপর আমলকারীকে আল্লাহ পাক শাস্তি দিবেন না অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাক লাউহে মাহফুযে লিখেছেন যে, বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ কারীদেরকে আযাব দেওয়া হবে না। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা তিনি যা লাউহে মাহফুযে লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য গনীমত হালাল করে দিবেন।

يَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٧٠

এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٧١

৭১. আর (হে হাবীব!) যদি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা করে, তাহলে তারা তো এর পূর্বে আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,অতঃপর তিনি তাদের উপর তোমাকে শক্তিশালী করেছেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী , প্রজ্ঞাবান।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰۗىِٕكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ

৭২. নিশ্চয়ই ওই সব লোক যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে যুদ্ধ করেছে। আর ওই সব লোক যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী।[২] আর ওই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে তোমাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। এবং যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে,

টীকা:

১ এই আয়াত হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র চাচা হযরত আব্বাস رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ সম্পর্কে নাযিল হয়। তিনিও সৈন্যবাহিনীকে খাবার খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এবং সেজন্য তিনি বিশ আউকিয়া স্বর্ণ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর পালার দিন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো এবং খাবার খাওয়ানোর সুযোগ হয়নি। বিজয়ের পর তাঁর কাছ থেকে সেই স্বর্ণ নিয়ে নেয়া হলো। অতঃপর হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র পবিত্র মুখ মুবারক থেকে নিজের সম্পদের ব্যাপারে একটি অদৃশ্যের সংবাদ শুনে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এবং তাঁকে বাহরাইনের সম্পদ থেকে অনেক সম্পদ দান করা হলো।

২ এখানে মুহাজির ও আনসারকে (দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের কারণে) একে অপরের সম্পদের উত্তরসূরী বলা হয়েছে। পরে এই আয়াত থেকে এই উত্তরাধিকার মানসুখ হয়ে গেলো যেখানে বংশীয় স্বজনদের একে অপরের উওরাধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে।

فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾

তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের উপর আবশ্যক; কিন্তু এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়েছে । আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ দেখেন ।[১]

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾

৭৩. এবং কাফেররা পরস্পর একে অপরের উত্তরাধিকারী। যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জমিনে ফিতনা ও বড় ফাসাদ হবে ।[২]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾

৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

টীকা:

১ এই আয়াতে তিনটি মাসয়ালা বর্ণিত হয়েছে: (১) গায়রে মুহাজির মুমিন যদি কোনো কাফেরের বিরুদ্ধে দ্বীনি যুদ্ধ করে আর সে তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে সাহায্য করো । সুতরাং মুসলমানের উপর নিজ মুসলমান ভাইয়ের দ্বীনি যুদ্ধে সাহায্য করা আবশ্যক (২)সাহায্য করা জিহাদে আবশ্যক না কেবল পার্থিব ঝগড়ায় (৩)যদি দারুল হারবের মুসলমানদের যুদ্ধ এমন কোনো কাফের সম্প্রদায়ের সাথে হয় যাদের সাথে আমাদের চুক্তি হয়ে গেছে তাহলে এখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য দিতে পারবো না কেননা তাতে চুক্তি ভঙ্গ রয়েছে বরং এখন এই চেষ্টা করতে হবে যে, ওই কাফের আর ওই মুসলমানদের মাঝে যেন মীমাংসা হয়ে যায় আর যদি মীমাংসা না হয় তাহলে আমরা নিরপেক্ষ থাকবো ।

২ এই আয়াতে বলা হয়েছে, যদি পারস্পরিক সাহায্য করা না হয় এবং একে অপরের সাহায্যকারী হয়ে যদি শক্তিশালী না হয় তাহলে কাফেররা শক্তিশালী আর মুসলমানরা দুর্বল হয়ে যাবে। এভাবে জমিনে ফিতনা এবং বড় ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে। এই আয়াতের সত্যতা প্রকাশ্য দিনের ন্যায় স্পষ্ট যে, মুসলমানদের পরস্পর একতা না থাকলে ফিতনা ও বড় ফাসাদ হবে। আর এখন প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছে যে আজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফিতনা এবং বড় ফাসাদ রয়েছে কি নেই এবং এর কারণও হচ্ছে মুসলমানদের মাঝে একতা থাকা নাকি না থাকা?।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾ ع

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; আর আত্মীয়-স্বজন আল্লাহর কিতাবের মধ্যে একে অপরের তুলনায় অধিক(উত্তরাধিকার হিসেবে) হকদার।[১] নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন।

ع ١٠

## ٩ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ ١١٣
## اٰياتها ١٢٩ ركوعاتها ١٦

## সূরা : তাওবা, মাদানী
## আয়াত : ১২৯, রুকু : ১৬

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١﴾ ؕ

১. এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা সেসব মুশরিকদের প্রতি যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।

فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢﴾

২. অতঃপর (হে মুশরিশকরা!) তোমরা চারমাস জমিনে চলাফেরা করে নাও; আর জেনে রাখো! তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না । আর আল্লাহ অবশ্যই কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।[২]

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ

৩. আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে

টীকা:

১ হিজরত এবং ভ্রাতৃত্ববোধের কারণে পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেয়ার হুকুম রহিত হয়ে গেছে আর এখন উত্তরাধিকারীর ভিত্তি বংশীয় নিকট আত্মীয়স্বজনদের জন্য ধ্যার্য অথচ স্তন্যদানের সম্পর্কের কারণে কেউ একে অপরের উত্তরাধিকার নয় এবং শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের মধ্যেও শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী একে অপরের উত্তরাধিকারী।

২ আরবের মুশরিক এবং মুসলমানদের মাঝে চুক্তি হয়েছিলো কিন্তু কিছু মুশরিক ব্যতীত সবাই চুক্তি ভঙ্গ করলো। ফলে ওই চুক্তি ভঙ্গকারীদের চুক্তি শেষ করে দেয়া হলো এবং হুকুম দেওয়া হলো, চার মাস তারা শান্তির সাথে যেখানে ইচ্ছা অতিবাহিত করুক তাদেরকে কোনো বাধা দেওয়া হবে না। এই সময়ের মধ্যে তাদের সুযোগ রয়েছে যে, খুব চিন্তা ভাবনা করার তাদের জন্য কি উত্তম আর তারা নিজের সতর্কতা অবলম্বন করে নিবে।

يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ
مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ
تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَ
بَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ ﴿٣﴾

বড় হজের দিনে,[১] মানবজাতির প্রতি এই ঘোষণা দেওয়া হলো যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। কাজেই যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের জন্য কল্যাণ আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا
عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ
عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٤﴾

৪. তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছো, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি; তোমরা তাদেরকে দেয়া চুক্তি তাদের নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ করো।[২] নিশ্চয়ই আল্লাহ পরহেযগারদের ভালোবাসেন।

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

৫. অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন মুশরিকদেরকে

টীকা:

১ ওমরা হল ছোট হজ আর হজ হল বড় হজ। জনসাধারণের মাঝে এটা প্রসিদ্ধ যে, যখন আরাফা জুমার দিন হয় তখন সেটা বড় হজ হয়। এটা বলাও ভুল নয় কেননা মুফাসসির ও মুহাদ্দিসদের একটি অংশ এই দিনকে বড় হজ বলেছেন।

২ এই সূরার শুরুতে যেহেতু এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, আগামী চার মাস পর্যন্ত কাফেরদের সাথে চুক্তি অটল থাকবে। এবং এরপর শেষ। এরপর বলা হলো যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়েছে এবং তারা যদি চুক্তি রক্ষা করে আর তারা চুক্তিকে সেটার শর্তের উপর পূর্ণ করেছে তাহলে তোমরাও তাদের সাথে চুক্তি পূর্ণ করো। এবং চার মাসের মধ্যে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার হুকুম তাদের জন্য নয়। এরা বনী যামরা ছিলো যারা কিনানার একটি গোত্র ছিলো আর তাদের সময় নয় মাস বাকী ছিলো।

الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ
خُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَ
اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا
سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

যেখানে পাও হত্যা করো[১] এবং তাদেরকে ধরো ও বন্দী করো আর প্রতিটি স্থানে তাদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকো; তবে যদি তারা তাওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ
اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ
اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝٦ ع

৬. আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর বাণী শোনে , অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। তা এ জন্য যে, তারা এমন সম্প্রদায় যারা জানে না।[২]

ع ٦

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ
عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ
عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মুশরিকদের চুক্তি কী করে কার্যকর হতে পারে? অবশ্য যাদের সঙ্গে তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকট চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে তাদের কথা ভিন্ন; সুতরাং যতদিন তারা তোমাদের সঙ্গে

টীকা:

১ এখানে এই হুকুম দেয়া হচ্ছে না যে, কাফেরদেরকে যুদ্ধের সময় কিংবা যুদ্ধ ব্যতীত যেখানে কাফের দেখবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের হত্যা করা হবে বরং এখানে শুধু যুদ্ধকালীন হত্যা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। অনেক ইসলামের শত্রুরা এই ধরনের আয়াত দ্বারা ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে। এ ধরনের লোকদের ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

২ এই আয়াত থেকে চারটি মাসয়ালা জানা গেলো (১) যে কাফেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে সে জিম্মী কাফেরের মতো দারুল ইসলামে নিরাপদ, না তাকে হত্যা করা হবে আর না তার সম্পদ কেড়ে নেয়া হবে।(২) যে কাফেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে তার দারুল ইসলামে সর্বদা থাকার অনুমতি নেই (৩) যদি সে মুমিন অথবা জিম্মী না হয় তাহলে নিরাপত্তার সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাকে নিরাপদে দারুল ইসলাম থেকে বের করে দেয়া হবে (৪) যে কাফেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হবে যাতে সে ঈমান নিয়ে আসে। এই আয়াত থেকে একটি কথা এটাও বুঝে আসে যে, কাফেরদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার অধিক ব্যবস্থা করা উচিত যাতে তারা ইসলামকে দেখে শুনে আর বুঝে এর দিকে ধাবিত হয়।

| | |
|---|---|
| اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝٧ | চুক্তি ঠিক রাখে, তোমরাও তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তিতে দৃঢ় থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। |
| كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٨ ۚ | ৮. কীভাবে চুক্তি কার্যকর হতে পারে? তারা যদি তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারে,[১] তাহলে তারা না তোমাদের আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আর না কোনো চুক্তির প্রতি; তারা তাদের মুখের কথা দ্বারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে কিন্তু তাদের অন্তরে তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। |
| اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩ | ৯. তারা আল্লাহর আয়াতগুলোর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য নিয়ে নিয়েছে; অতঃপর তার পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। নিশ্চয়ই তারা খুবই মন্দকাজ করে। |
| لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝١٠ | ১০. কোনো মুমিনের ব্যাপারে তারা না আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে, আর না কোনো চুক্তির। এরাই হলো সেই লোক যারা সীমালংঘনকারী। |
| فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَ | ১১.অতঃপর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ভাই;[২] আর |

টীকা:

১ কাফেরদের এই অবস্থা সাধারণত এভাবে রয়েছে যে, তারা মুসলমানদের বিপরীতে না আত্মীয়তার খেয়াল করে আর না চুক্তির, বরং যখনই কোন সুযোগ পায় তখনই কোনো বাহানা অন্বেষণ করে চুক্তি ভঙ্গ করে, যেমন বর্তমানেও কাফের শাসকদের মুসলমানদের সাথে আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এবং তাদের অবস্থা তো নিজের জায়গায় কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো এ সবকিছু জানা দেখা ও বুঝার পরও মুসলমানরা শিক্ষা নেয় না। এবং মুসলমানদেরকে ছেড়ে কাফেরদের সাথে চুক্তি করাকে প্রাধান্য দেয়। যদিও এতে তাদের যতই ক্ষতি হোক না কেন।

২ অর্থাৎ যদি ওই মুশরিকরা শিরক থেকে তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং ফরয নামায ও যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের ইসলামী ভাই তাদের জন্যও সেই হুকুম যা তোমাদের জন্য রয়েছে।

نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ⑪

আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য আয়াতসমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করি।

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَىِٕمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ⑫

১২. আর যদি চুক্তি করার পর তারা তাদের শপথ ভঙ্গ করে আর তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে কটুক্তি করে, তাহলে কাফের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো,[১] নিশ্চয়ই শপথ বলতে তাদের কাছে কিছুই নেই; (তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো) যাতে তারা বিরত হয়।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑬

১৩. তোমরা এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের শপথসমূহ ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে দেশ থেকে বের করার ষড়যন্ত্র করেছে? আর তারাই প্রথমে তোমাদেরকে আক্রমণ করেছে।[২] তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছো? অথচ আল্লাহ অধিক উপযুক্ত যে, তোমরা তাঁকে ভয় করবে যদি তোমরা মুমিন হও।[৩]

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ

১৪. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করেবেন,এবং তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে

টীকা:

১ মুশরিকদের সাথে কৃত চুক্তি প্রতিষ্ঠিত রাখার একটি পদ্ধতি হলো, তারা যেন আমাদের ধর্মে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রুপ না করে, আর যদি তারা আল্লাহ পাক অথবা তার রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অথবা কুরআন অথবা ইসলাম অথবা দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়সমূহ যেমন নামায,হজ,ইত্যাদির উপর কটাক্ষ করে তাহলে তাদের চুক্তি শেষ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

২ এ থেকে বোঝা গেলো যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র অবমাননা করা,কষ্ট দেয়া, মুসলমানদের থেকে চুক্তি ভঙ্গ করা এবং ষড়যন্ত্র ও ফাসাদের সূচনা করা কাফেরদের এমন ভুল যার শাস্তি তাদের পাওয়া উচিত।

৩ পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচয় হলো মুমিন নিজের রব ব্যতীত না কাউকে ভয় পাবে আর না কারও পরওয়া করবে।

| | |
|---|---|
| صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ﴿١٤﴾ | সাহায্য দেবেন এবং ঈমানদারদের মনকে প্রশান্ত করবেন। |
| وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾ | ১৫. আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করবেন; এবং আল্লাহ যাকে চাইবেন তাওবা করার তাওফীক দবেন । আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। |
| اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ ع | ১৬. তোমরা কি এই ধারণা করে নিয়েছো যে, তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে অথচ আল্লাহ এখনও পরিচয় করাননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ,তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি? আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। |
| مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۖۚ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾ | ১৭. মুশরিকদের অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে[১] কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দেয়; তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে । তারা জাহান্নামেই চিরকাল অবস্থান করবে। |

ع ٢ ١٠ ٨

টীকা:

১ এখানে মসজিদ বলতে বিশেষ করে মসজিদে হারাম, কাবা শরীফকে বোঝানো হয়েছে। আর সেটাকে বহুবচন শব্দে এজন্যই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটা সকল মসজিদের কিবলা এবং ইমাম। সুতরাং এটা আবাদকারী এমন যেমন সকল মসজিদকে আবাদকারী, এছাড়া মসজিদে হারাম শরীফের প্রত্যেক অংশই মসজিদ সেজন্য এখানে বহুবচন শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটাও হতে পারে মসজিদ বলতে যে কোনো মসজিদ অর্থাৎ যে কোনো মসজিদ হোক না কেন কাফেরদের তা আবাদ করার অনুমতি নেই আর এই হিসেবে এতে কাবা শরীফও অন্তর্ভুক্ত কেননা তা সকল মসজিদের সরদার।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى
الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى
اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহর মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করে না ; সুতরাং এসব লোক অচিরেই হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ
الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. তোমরা কি হাজীদের পানি করানো ও মাসজিদুল হারাম আবাদ করাকে ওই ব্যক্তির সমান মনে করো, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহরর রাস্তায় জিহাদ করেছে? তারা আল্লাহর কাজে সমান নয় এবং আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দেন না।[১]

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ
اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ
اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদাবান আর তারাই সফলকাম।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ
وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾ ۙ

২১. তাদের রব তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর দয়া ও সন্তুষ্টির আর এমন জান্নাতের যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নিয়ামত।

وقف لازم

টীকা:

১ এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে কাফেরদের আমলের সাথে মুমিনদের আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা কাফেরদের আমল নিস্ফল যদিও তারা হাজীদের জন্য পানির ব্যবস্থা করুক অথবা মসজিদে হারামের খিদমত করুক। তাদের আমলকে মুমিনের আমলের সাথে তুলনা করাটা জুলুম।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২২. যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে । আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই জালেম।[১]

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ

২৪. তুমি বলো ‘ তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের বংশ, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, আর ওই ব্যবসা যার ক্ষতি হওয়ার তোমরা আশঙ্কা করো এবং ওই বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো, যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ ,তাঁর রাসূল এবং তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর

টীকা:

১ যখন মুসলমানদেরকে মুশরিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের হুকুম দেয়া হলো তখন কিছু লোকেরা বললো, এটা কিভাবে সম্ভব, মানুষ আপন পিতা,ভাই ইত্যাদি নিকট আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এর উপর এই আয়াত নাযিল হয় এবং বলা হলো যে, কাফেরদের সাথে সম্পর্ক অর্থাৎ আন্তরিক সম্পর্ক রাখা জায়েয নেই। যদিও তার যে কোনো আত্মীয় হোক না কেন। স্মরণ রাখবেন আল্লাহ পাকের অবাধ্য অর্থাৎ কাফের, বেদ্বীন,এবং পথভ্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্বসূলভ মেলামেশা করা আন্তরিকতা ও ভালোবাসা রাখা তাদের হ্যাঁ এর সাথে হ্যাঁ মিলানো তাদের তোষামোদির মধ্যে থাকা সব নিষেধ।

اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾ ع

যারা অবাধ্য আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত করেন না।[১]

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ج

২৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং হুনায়নের দিনেও। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আত্মগৌরবে জড়িয়ে দিলো। তখন এই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনো কাজে আসেনি, এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।[২]

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ

২৬. অতঃপর আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের প্রতি

**টীকা:**

১ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ খন্ড ৩০ পৃষ্ঠা ৩১০-এ লিখেন এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, যার কাছে দুনিয়ায় কোনো সম্মানিত ব্যক্তি, কোনো প্রিয় বন্ধু, কোনো সম্পদ কোনো জিনিস আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের চাইতে অধিক প্রিয় সে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে বিতাড়িত। আল্লাহ পাক তাকে নিজের দিকে কোনো পথ দেখাবেন না তার উচিত আল্লাহ পাকের আযাবের অপেক্ষা করা।

২ হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যদের আধিক্য এবং তাদের শান শওকত দেখে কিছু নব মুসলিমদের মুখ থেকে অহংকারমূলক বাক্য বের হয়ে যায়। এর পরিণাম এই হলো যে, হাওয়াযিন এবং সাকিফ গোত্রের শুরুতেই কঠিন হামলা দেখে সহ্য করতে না পেরে নব মুসলিম আর ইসলামী সৈনিকদের মাঝে অংশগ্রহণকারী মক্কার কাফেররা একেবারেই পলায়ন করলো। আর তাদের পলায়ন দেখে আনসার ও মুহাজিরদের পা-ও স্তমিত হয়ে গেলো। এর দ্বারা বোঝা গেলো, অহংকার আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দ নয়। সুতরাং নিজের প্রত্যেক যোগ্যতাকে আল্লাহ পাকের দয়া মনে করা উচিত নিজের শক্তিকে নয়।

تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ وَ
ذٰلِكَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝٢٦

ও মুমিনদের প্রতি[১] এবং নাযিল করলেন এমন সৈন্যবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি, এবং তিনি কাফেরদেরকে শাস্তি দিলেন। আর এটাই কাফেরদের কর্মফল।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰي مَنْ
يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٢٧

২৭. এরপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা তাওবা করার তাওফীক দিবেন; এবং আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ
شَاۗءَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٢٨

২৮. হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা একেবারেই অপবিত্র;[২] সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকটেও না আসতে পারে;[৩] আর যদি তোমরা দরিদ্রতার আশংকা করো, তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে অচিরেই তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী,প্রজ্ঞাময়।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا

২৯. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না

টীকা:

১ এ থেকে বোঝা গেলো, হুনাইনের যুদ্ধে পলায়নকারী মুসলমান মুমিনই ছিলো। তাদের ক্ষমা হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন। এখন যারা তাদের উপর আপত্তি করবে তারা এই আয়াতের বিরোধী। তাছাড়া এই পলায়নকারীরাই ফিরে এসেছে এবং তারা যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। এই বিজয় গত ভুলের কাফফারা হয়ে গেলো।

২ এখানে মুশরিকদেরকে বাতিন অনুযায়ী নাপাক বলা হয়েছে এজন্য যে, তারা কুফরী ও শিরকীর নাপাকে নিমজ্জিত।

৩ এই আয়াতে মুসলমানদেরকে এই হুকুম দেয়া হয়েছে যে, এই বছর অর্থাৎ ৯ হিজরীর পর মুশরিকরা যেন মসজিদে হারামের নিকট না আসতে পারে। না হজের জন্য না ওমরার জন্য। এখানে আসল হুকুম হলো মসজিদে হারাম থেকে বিরত রাখা। আর পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদগুলোতে আসার ব্যাপারেও এই হুকুম রয়েছে যে, কাফেররা মসজিদে আসতে পারবে না। বিশেষ করে কাফেরদেরকে প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে মসজিদে আনা আরও কঠোরভাবে হারাম।

بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا
حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ
دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ
صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾ ع

আর শেষ দিনের প্রতিও না, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম গণ্য করে না, আর সত্য দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না বশ্যতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।

ع ١٠ ٤

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ِۨابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ
النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ
قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ
اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. এবং ইহুদিরা বলে, 'উযায়ের আল্লাহর পুত্র' এবং খ্রিস্টানরা বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র' এগুলো তাদের মুখের কথা। তারা পূর্ববর্তী কাফেরদের মতো কথা বলে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুক! তারা উল্টো দিকে কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ
اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ
مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا
اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ

৩১. তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ধর্মযাজক ও সংসার-বিরাগীদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মসীকেও। অথচ তাদেরকে শুধু এ আদেশ দেয়া হয়েছিলো যে, তারা কেবল এক মাবুদেরই ইবাদত করবে; তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি তাদের অংশী

| | |
|---|---|
| عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾ | স্থির করা থেকে পবিত্র।[১] |
| يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾ | ৩২. তারা তাদের মুখ দ্বারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেন না যদিও কাফেররা অপছন্দ করে। |
| هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ | ৩৩. তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।[২] |
| يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ | ৩৪. হে ঈমানদারগণ! নিঃসন্দেহে বহু ধর্মযাজক ও সংসার বিরাগী মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে[৩] আর |

النصف

টীকা:

১ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা নিজেদের ধর্মযাজক এবং আলেমদেরকে উপাস্য বানিয়ে তাদের ইবাদত করিনি বরং আল্লাহ পাকের হুকুম ছেড়ে তাদের হুকুমকে নিজেদের জন্য শরীয়ত বানিয়ে নিয়েছিলো। আর এটাকেই আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন যে, তারা উপাস্য বানিয়ে নিলো। এর দ্বারা বোঝা গেলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে যার ধর্মীয় অনুসরণ করা হবে প্রকৃতপক্ষে তাকে উপাস্য বানিয়ে নেয়া হলো। আমাদের এখানে যে সকল ইসলামের হুকুম আহকামকে ওলামায়ে কেরাম, আউলিয়া, সালেহীনদের দ্বীনের উপলব্ধির আলোকে গ্রহণ করা হয়। এর সাথে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা এটা মূলত আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র অনুসরণ। এবং অনেক আয়াত ও হাদিসে এর দলিল রয়েছে।

২ বিজয় বলতে দলিল ও শক্তি উভয় দ্বারা অর্জিত বিজয়কে বোঝায়। দলিলের ভিত্তিতে তো এভাবে যে, ইসলাম ধর্ম নিজের হক হওয়ার ব্যাপারে যে দলিল উপস্থাপন করেছে তা কেউ ভুল প্রমাণ করতে পারবে না। এবং শক্তি হিসেবে এভাবে যে, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীতে শুধু ইসলাম ধর্মই বিজয়ী ছিলো। এবং আগামীতে এর পূর্নাঙ্গ প্রকাশ ঘটবে যখন হযরত ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ দুনিয়ায় আগমন করবেন।

৩ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মযাজক এবং দুনিয়া বিরাগীরা সম্পদ অর্জনের জন্য ধর্মীয় বিধি-বিধান পরিবর্তন করতো। নিজেদের কিতাবে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতো। এবং পূর্বের কিতাবে হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র গুণাবলী সম্বলিত আয়াতে ভুল ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করতো। এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এজন্য করা যাতে এর মাধ্যমে দুনিয়ার ধন সম্পদ, সম্মান, পদবী, কতৃত্ব অর্জন হয় । এটা একেবারে নিন্দনীয় ও আখিরাত ধ্বংস করে দেওয়ার মত আমল।

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿٣٤﴾

আল্লাহর পথে বাধা দেয়। যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।[১]

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَ
ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ
فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ﴿٣٥﴾

৩৫. যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা ওই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, কাজেই এখন জমা করার স্বাদ গ্রহণ করো।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا
عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ
حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا
تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا

৩৬. নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি। এর মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। সুতরাং এ মাসসমূহে তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করো না, এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে লড়াই করো যেমনিভাবে তারা তোমাদের

টীকা:

১ সোনা রূপা এবং অন্যান্য সম্পদ অর্জন করা হারাম নয় তবে হ্যাঁ এর যাকাত না দেওয়া গুনাহ। সম্পদের ওই স্বল্প পরিমাণও এই শাস্তিবার্তার অন্তর্ভুক্ত যেটার উপর যাকাত ফরয আর যাকাত দেয়া হয়নি। অথচ ওই অসংখ্য হালাল সম্পদের উপর শাস্তিবার্তা নেই যার যাকাত দেয়া হয়।

الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে লড়াই করে[১] এবং জেনে রাখো! আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

اِنَّمَا النَّسِیْٓءُ زِیَادَةٌ فِی الْكُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا یُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّ یُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّیُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَیُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُیِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْكٰفِرِیْنَ ﴿٣٧﴾ ع

৩৭. মাসগুলোকে আগে পিছে করা[২] মানে কুফরের মাত্রা বৃদ্ধি করা,[৩] এর দ্বারা ওই সকল কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয় যারা এক বছর হারাম মাসকে হালাল সাব্যস্ত করে এবং আরেক বছর হারাম সাব্যস্ত করে যাতে আল্লাহর হারামকৃত মাসের হিসাব পূর্ণ হয়ে যায়, এবং আল্লাহর হারামকৃতকে হালাল করে নেয়।[৪] তাদের মন্দ কাজগুলোকে তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফেরদেরকে হেদায়েত দেন না।

ع ١٠

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِیْلَ

৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো? যখন তোমাদের বলা হয়- 'আল্লাহর রাস্তায়

টীকা:

১ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করো। আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভীরুতা ও সাহসহীনতার বহিঃপ্রকাশ করো না এবং না পিছপা হবে। এবং হে আল্লাহর বান্দা! নিজেদের শত্রু মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এক ও ঐক্যমত হয়ে যাও।

২ আরবী শব্দ (نسئ) এর অর্থ হচ্ছে সময়কে বিলম্ব করা। আর এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সম্মানিত মাসগুলোর মর্যাদাকে অন্য মাসে নিয়ে যাওয়া। জাহেলী যুগে আরববাসীরা সম্মানিত মাসের সম্মান ও মর্যাদায় বিশ্বাস করতো, কিন্তু যুদ্ধের সময় এর মর্যাদাকে অন্য মাসের দিকে স্থানান্তর করতো। যেমন মহররম বাদ দিয়ে সফর মাসকে সম্মানিত হিসেবে আখ্যায়িত করে মহররম মাসে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতো। এখানে তাদের এই আমলের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩ কুফরীর মধ্যে এগিয়ে যাওয়া মানে প্রথমত ওই সব লোক এমনিতেই কাফের ছিলো। আর মাসগুলোকে আগে পিছে করে হারামকে হালাল মনে করে কুফরীতে নিমজ্জিত থাকতো। অতএব এটাই হচ্ছে কুফরীতে এগিয়ে যাওয়া।

৪ অর্থাৎ সম্মানিত মাস তো চারটি এটা তো মেনে নেয়, কিন্তু এর বিশেষত্বকে অস্বীকার করে আল্লাহ পাকের হুকুমের বিরোধিতা করে, যে মাস হারাম ছিলো তাকে হালাল করে নিলো এবং অন্য মাসকে হারাম আখ্যায়িত করলো।

لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ
اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾

বের হও'! তখন তোমরা মাটির সাথে লেগে থাকো[১]? তোমরা কি আখিরাতের স্থলে দুনিয়ার জীবনকেই অধিক পছন্দ করো? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগন্য।

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّ
يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ
شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. যদি তোমরা বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য লোকদেরকে নিয়ে আসবেন আর তোমরা তাঁর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না; এবং আল্লাহ প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ
اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ
اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ
لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ
سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ

৪০. যদি তোমরা তাকে (এই নবীকে) সাহায্য না করো, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে (তার দেশ থেকে) বের করে দিয়েছিলো, সে ছিলো দুজনের[২] মধ্যে দ্বিতীয় জন যখন তারা দুজন গুহার মধ্যে ছিলো, যখন সে তার সঙ্গীকে বলছিলো[৩] 'তুমি বিষন্ন হয়ো না', নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন'। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয়

টীকা:

১ পবিত্র শরীয়তের কঠোর আদেশ ও কঠিন ইবাদতে অনিচ্ছাকৃত বোঝা মনে করা যেটাকে স্বভাবগত অপছন্দ বলা হয় যেমন শীতকালে ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করাটা ভারী মনে হওয়া ইত্যাদি এই গুনাহ ফিসক(কপটতা) নয় বরং মাফ।

২ দুইজন বলতে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ কে বোঝানো হয়েছে।

৩ হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ'র সাহাবী হওয়া স্বয়ং আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন। এই মর্যাদা তিনি ব্যতীত কোনো সাহাবীর অর্জিত হয়নি।

تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٠﴾

প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন[১] এবং তাকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফেরদের কথা নিচু করে দিলেন।[২] আর আল্লাহর বাণীই রয়েছে সমুন্নত।[৩] আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. তোমরা কষ্ট ও সুখ প্রতিটি অবস্থায় বের হয়ে পড়ো এবং তোমরা তোমাদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ

৪২. যদি সহজলভ্য সম্পদ কিংবা মধ্যম ধরণের সফর হতো, তবে অবশ্যই তারা তোমার সাথে যেতো; কিন্তু (তাদের জন্য) কষ্টের সফর সুদীর্ঘ হয়ে গেলো। আর অচিরেই আল্লাহর শপথ করে বলবে, 'আমাদের পক্ষে সম্ভব হলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে বের হতাম, তারা তাদের নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে। আর নিশ্চয়ই

টীকা:

১ আল্লাহ পাকের বিশেষভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ'র উপর শান্তি অবতীর্ণ করাও তার ফযিলতের দলিল। এই ফযিলত এই কথার ভিত্তিতে, (علیہ) এর সর্বনাম দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে বোঝানো হয়েছে।

২ কাফেরদের কথা দ্বারা শিরক ও কুফরের দাওয়াতকে বোঝানো হয়েছে। অথবা এর দ্বারা নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে শহীদ করার এমন চক্রান্ত যার মধ্যে কাফেররা সফলকাম হতে পারেনি।

৩ আল্লাহ পাকের কথা দ্বারা তাওহীদ ও ইসলামের দাওয়াত। অথবা এর দ্বারা আল্লাহ পাকের ওয়াদাকে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র সাহায্য করবেন।

| | |
|---|---|
| لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾ ع | আল্লাহ জানেন তারা মিথ্যাবাদী। [১] |
| عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾ | ৪৩. আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক, কারা সত্য বলেছে তা স্পষ্ট না হতেই আর মিথ্যাবাদীদেরকে তুমি না চিনেই কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলে।[২] |
| لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾ | ৪৪. যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা তোমার কাছে তাদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চায়বে না। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত। |
| اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾ | ৪৫. তোমার কাছে অব্যাহতি তারাই চেয়ে থাকে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না এবং যাদের অন্তর সন্দেহপূর্ণ। সুতরাং তারা তাদের সন্দেহের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। |

টীকা:

১ মুনাফিকদের এই অক্ষমতার পূর্বে সংবাদ দিয়ে দেওয়াটা নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র নবুওয়াতের দলিল। অতঃপর যেমনটি ইরশাদ করেছেন তেমনটি বাস্তবায়ন হয়েছে,এবং তারা এই অক্ষমতাই প্রকাশ করেছে আর মিথ্যা শপথ করেছে।

২ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمকে আল্লাহ পাক প্রথমে ক্ষমার সুসংবাদ দিলেন। অতঃপর শিক্ষা দিলেন যে, আপনি কেন মুনাফিকদেরকে জিহাদে পিছে থাকার অনুমতি দিলেন। এর দ্বারা হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র পবিত্র অন্তরে প্রশান্তি দেওয়া হলো এবং তরবীয়তও (দীক্ষা) করা হলো।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত,[১] তবে তার জন্য কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন। সুতরাং তিনি তাদের মধ্যে অলসতা তৈরি করে দিলেন এবং বলা হলো, 'তোমরা বসে পড়া লোকদের সাথে বসে থাকো'।[২]

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاْ اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তবে তারা তোমাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করতো এবং তোমাদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করতো। আর তোমাদের মধ্যে তাদের গুপ্তচর রয়েছে এবং আল্লাহ জালেমদেরকে ভালোভাবেই জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. নিঃসন্দেহে তারা আগেও ফিতনা করতে চেয়েছিল এবং হে হাবীব! তোমার কার্যক্রমকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছিলো, শেষ পর্যন্ত সত্য এসে গেলো এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হলো যদিও তারা ছিলো এতে অসন্তুষ্ট।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا

৪৯. এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার নিকট এভাবে আরয করে, 'আমাকে

টীকা:

১ আল্লাহ পাকের ইলম(জ্ঞান) অকাট্য। কিন্তু আমাদের জন্য এতে একটি সুক্ষ্ম বিষয় রয়েছে,অনেক কিছুর নিশ্চয়তা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও বোঝা যায়। যেমন এখানে মুনাফিকদের জিহাদের জন্য কোনো জিনিস তৈরি না করা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তারা জিহাদের ইচ্ছায় করেনি।

২ বসে পড়া লোক দ্বারা নারী, শিশু, রোগী এবং অক্ষম ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হয়েছে।

تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ
اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিত্নায় ফেলবেন না', শুনে নাও! তারা ফিতনার মধ্যেই পড়ে আছে;[১] এবং নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফেরদেরকে বেষ্টন করে আছে।

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ
تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ
اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ
فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. যদি তোমার কাছে কোনো মঙ্গল পৌঁছে, তবে তা তাদেরকে দেয়, আর যদি তোমারকে কোনো বিপদ আক্রান্ত করে, তবে তারা বলে, 'পূর্বেই আমরা সতর্কতা অবলম্বন করে নিয়েছিলাম'। আর তারা ফিরে যায় উল্লসিত অবস্থায়।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ
لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. তুমি বলো, 'আমাদের কাছে তা-ই পৌঁছবে, যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিবিবদ্ধ করে রেখেছেন।[২] তিনি আমাদের সাহায্যকারী । আর আল্লাহর উপরই মুসলমানদের ভরসা করা উচিত।[৩]

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى
الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ

৫২.তুমি বলো! 'তোমরা আমাদের জন্য দু'টি মঙ্গলের মধ্য থেকে একটার অপেক্ষা করছো[৪] আর আমরা তোমাদের উপর এ

টীকা:

১ এখানে ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র সাথে কুফরী করা, কষ্ট মেনে নেওয়া থেকে দূরে থাকা এবং মুসলমানদের বিরোধিতায় অটল থাকা।

২ প্রত্যেক মুসলমানের এই আকিদা রাখা উচিত যে, তার কাছে সেই বিপদই আসবে যা আল্লাহ পাক লিখে দিয়েছেন। আর তা সে নিজে দূর করার ক্ষমতা রাখে না। তাছাড়া এ বিষয়ে আলোচনা ও গভীর গবেষণা করা থেকে বিরত থাকা উচিত, কেননা তাকদীরের বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করা এবং গভীর গবেষণা করা ঈমান বিনষ্ট হওয়ার কারণ।

৩ .মুনাফিকরা দুনিয়াবী উপকরণ,তড়িত হস্তগত ও ধংসশীল জিনিসের উপর ভরসা রাখে এবং মুসলমানদের উচিত শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা আর তার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা।

৪ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিহাদ করলে হয়তো বিজয় ও গনীমত অর্জন হবে, অথবা শাহাদাতের মর্যাদা অর্জিত হবে।

اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۭ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

প্রতীক্ষায় রয়েছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দ্বারা আযাব দেবেন। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো আর আমরাও অপেক্ষায় থাকলাম।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۭ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তুমি বলো, 'তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় করো কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে,[১] তোমাদের থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। নিশ্চয়ই তোমরা হলে নাফরমান সম্প্রদায়'।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং তাদের অনুদান গ্রহণ না করার এটাই কারণ যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে[২] আর অর্থ ব্যয় করে সংকীর্ণ মনে।[৩]

টীকা:

১ এই আয়াত যদিও মুনাফিকদের জন্য নির্দিষ্ট কিন্তু এর হুকুম ব্যাপক। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে না বরং লোক দেখানো আর যশ খ্যাতির জন্য খরচ করে,তা কবুল করা হবে না।

২ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, নামাযে অলসতা করা মুনাফিকদের রীতিনীতি। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তারা যেন নামাযের অলসতা থেকে বেঁচে থাকে।

৩ আল্লাহ পাকের রাস্তায় খরচ করার ব্যাপারে মন সংকুচিত হওয়া মুনাফিকদের রীতিনীতি। সুতরাং আল্লাহ পাকের রাস্তায় খরচ করলে আনন্দ চিত্তে খরচ করা উচিত।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ؕ
اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ
كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে।[১] আল্লাহ এটাই চান যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন আর কুফরী অবস্থায় তাদের প্রাণ বের হয়।

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا
هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. এবং তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর কসম করে বলে যে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।বরং তারা ভীত-সন্ত্রস্ত লোক।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ
مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. যদি তারা কোনো আশ্রয়স্থল, কোনো গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাই পায় তাহলে সেদিকে ফিরে যাবে দ্রুত গতিতে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ
فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ

৫৮. এবং তাদের মধ্যে কেউ এমনও আছে যে, সদকা বণ্টনের ক্ষেত্রে তোমার উপর আপত্তি করে, অতঃপর যদি তাদেরকে ওই সদকা থেকে কিছু দিয়ে দেওয়া হয় তবে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়, আর যদি তা থেকে

টীকা:

১ এই আয়াতে যদিও নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসলমান। এবং আয়াতের অর্থ হলো তোমরা ওই মুনাফিকদের সম্পদ, আর সন্তানদের ব্যাপারে চিন্তা করে বিস্মিত হয়ো না, অথচ এরা বিতাড়িত তাহলে এদেরকে এতো সম্পদ কেন দেয়া হলো? এতে একটি হিকমত হলো আল্লাহ পাক চান যে, এই জিনিসগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের থেকে প্রশান্তি ও আরাম দূর করে দেবেন যা তারা পরিশ্রম করে জমা করবে। আর কষ্ট করে সংরক্ষণ করবে এবং সেগুলো ছেড়ে আফসোস করতে করতে মারা যাবে।

يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾

কিছু দেওয়া না হয় তবে তখনই তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।[১]

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾ ع

৫৯. আর (কতই না ভালো হতো)যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকতো এবং বলতো, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা আমাদেরকে আরও অধিক দান করবেন।[২] নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ

৬০. যাকাত[৩] শুধুমাত্র ফকীর , নিতান্ত নিঃস্ব, যাকাত উত্তোলনে নিয়োজিত মানুষ এবং তাদের জন্য যাদের অন্তরগুলোতে ইসলামের ভালোবাসা সৃষ্টি করা হয়[৪], ক্রীতদাস-মুক্তির ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর রাস্তায় যায় এমন লোকদের জন্য এবং মুসাফিরের

ع ١٣

টীকা:

১ এই কথা একনিষ্ঠ না হওয়ার চিহ্ন, যতক্ষণ উপকার পাবে ততক্ষণ খুশি আর যখন উপকার পাওয়া বন্ধ হয়ে যায় তখন সমালোচনা শুরু করে দেয়। আজও কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে একনিষ্ঠ হওয়ার এটাই মানদন্ড যে, যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের কাছ থেকে উপকার পাওয়ার ক্ষেত্রে খুশি ও সন্তুষ্ট থাকে আর প্রশংসা করে আর উপকার শেষ হবার পর সালাম নেওয়াটা পছন্দ না করে তবে এটা একনিষ্ঠ না হওয়ার আলামত।

২ এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দান করেন এবং আগামীতেও দান করবেন, বরং আল্লাহ পাক যা দান করেন তা হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র মাধ্যমেই দান করেন।

৩ এই আয়াতে আরবী শব্দ صدقة দ্বারা যাকাতকে বোঝানো হয়েছে। আর এখানে যাকাতের খাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪ আরবী শব্দ (مؤلفةالقلوب) এর অর্থ হচ্ছে ওই সমস্ত লোক যাদের অন্তরে ইসলামের ভালোবাসা সৃষ্টি করা, এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করা। অথবা ইসলামের উপর অটল রাখা উদ্দেশ্য। এরাও যাকাতের হকদারদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ'র ইজমার কারণে এরা যাকাতের হকদার থাকলো না, কেননা যখন আল্লাহ পাক ইসলামকে বিজয় দান করলেন তখন এটার আর প্রয়োজন রইলো না। আর এই ইজমা হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ'র যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

জন্য। এটা আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬১. এবং তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় আর বলে, 'তিনি কান!' তুমি বলো, 'তোমাদের মঙ্গলের জন্যই কান। আর তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন এবং মু'মিনদের কথায় বিশ্বাস করেন; আর তোমাদের মধ্যে যারা মুসলমান, তিনি তাদের জন্য রহমত'। এবং যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।[১]

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২.(হে মুসলমানগণ!) তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ করে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়; অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক হকদার যে, লোকেরা তাকে সন্তুষ্ট করবে,[২] যদি তারা ঈমানদার হয়।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا

৬৩. তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে, তবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, যেখানে সে

الثالثة

টীকা:

১ এই আয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র আল্লাহ পাকের দরবারে সম্মান ও মর্যাদা বোঝা যায় যে, হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দানকারীদের বেদনাদায়ক আযাবের শাস্তিবার্তা শুনানো হলো।

২ আয়াতের এই শব্দে একবচনের সর্বনাম এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং তাঁর হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র সন্তুষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের সন্তুষ্টির একই হুকুম।

| | |
|---|---|
| فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾ | স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই মহালাঞ্ছনা। |
| يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾ | ৬৪. মুনাফিকরা এ বিষয়কে ভয় করে যে, তাদের বিরুদ্ধে এমন কোনো সূরা নাযিল করে দেয়া হবে, যা তাদের অন্তরের গোপন কথা ব্যক্ত করে দেবে[১]! তুমি বলো! 'বিদ্রূপ করতে থাকো,নিশ্চয়ই আল্লাহ ওই বিষয়কে প্রকাশ করবেন যেগুলোকে তোমরা ভয় করছো। |
| وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ | ৬৫. এবং হে মাহবুব! যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করো, তবে তারা বলবে, 'আমরা তো এমনিই হাসি-তামাশা করছিলাম'। তুমি বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং তার রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে?[২] |
| لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ | ৬৬. মিথ্যা ওযর পেশ করো না! তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছো[৩] যদি আমি |

টীকা:

১ এই আরবী শব্দ (قُلُوْبِهِم)(تُنَبِّئُهُمْ)(عَلَيْهِمْ)গুলোর মধ্যে বিদ্যমান সর্বনাম সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে, একটি হলো প্রথম দুইটি শব্দে ব্যবহৃত সর্বনাম দ্বারা মুসলমান। এবং তৃতীয় শব্দে ব্যবহৃত সর্বনাম দ্বারা মুনাফিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় অভিমত হলো প্রথম শব্দে ব্যবহৃত সর্বনাম দ্বারা মুসলমান, আর পরের দুইটি শব্দে ব্যবহৃত সর্বনাম দ্বারা মুনাফিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। এবং তৃতীয় অভিমত হলো তিনটি শব্দেই ব্যবহৃত সর্বনাম দ্বারা মুনাফিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। তিনটি ক্ষেত্রেই আয়াতের অনুবাদ বিভিন্ন হবে।

২ মুনাফিকরা আল্লাহ পাকের নয় বরং হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র অবমাননা করেছিলো। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কি আল্লাহ পাক ও আল্লাহ পাকের আয়াত এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছো। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র অবমাননা মানেই আল্লাহ পাকের অবমাননা। এবং হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা মানেই আল্লাহ পাক ও আল্লাহ পাকের সমস্ত আয়াতকে নিয়ে বিদ্রুপ করা।

৩ যে ব্যক্তি হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র শানে জোরপূর্বক ছাড়া এমন বাক্য বললো, যা প্রচলিতভাবে অবমাননা ও বেয়াদবি হিসেবে স্বীকৃত, তাহলে তার অবমাননার নিয়ত থাকুক অথবা নাই থাকুক, সে ন্যায় ও বিচার উভয়ভাবে কাফের।

| | |
|---|---|
| اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآىِٕفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآىِٕفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾ ع | তোমাদের মধ্যে কাউকে ক্ষমা করেও দিই, তবে অন্যদেরকে আযাব দেবোই কেননা তারা ছিলো অপরাধী। |
| اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾ | ৬৭. মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা সবাই একই রকম, মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং ভালো কাজ নিষেধ করে,[১] আর নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে আর তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে; কাজেই আল্লাহ তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন।নিশ্চয়ই মুনাফিকরা অবাধ্য। |
| وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۙ﴿٦٨﴾ | ৬৮. আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফেরদেরকে জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা দিয়েছেন, যেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে; এটি (জাহান্নাম) তাদের জন্য যথেষ্ট। এবং তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর অভিসম্পাত আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব। |
| كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ | ৬৯. (হে মুনাফিকরা!) যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা, তোমাদের চেয়ে অধিক |

ع ١٤

وقف لازم

টীকা:

১ মন্দ কাজের হুকুম দেওয়া এবং সৎকর্ম থেকে বাধা দেওয়া মুনাফিকদের কাজ। আফসোস অনেক মুসলিম পরিবারেও গুনাহের উৎসাহ দেওয়া আর নেকী হতে বাধা দেওয়া দেখা যায়। যেমন ফিল্ম, নাটক দেখতে এবং পর্দা না করতে বলা হয়, আর দাড়ি রাখতে এমনকি যে কোনো ধরণের ধার্মিক পোশাক পড়তে নিষেধ করা হয়।

مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ
فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ
خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

শক্তিশালী ছিলো এবং তাদের ধম- সম্পদ ও সন্তান -সন্ততি তোমাদের চেয়ে অধিক ছিলো;[১] সুতরাং তারা নিজেদের দুনিয়ার অংশ হতে ভোগ করে নিয়েছে, অতঃপর তোমরাও তোমাদের অংশ হতে ভোগ করে নাও,[২] যেমনিভবে তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অংশ হতে ভোগ করে নিয়েছে । আর তোমরা অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হয়েছো, যেমন তারা লিপ্ত হয়েছিলো। ওই সব লোকদের সমস্ত আমল দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর ওই সব লোকই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ
نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ
وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ
اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ

৭০. তাদের নিকট কি তাদের পূর্ববর্তী লোকদের সংবাদ আসেনি ‘নূহের সম্প্রদায়, আদ, সামূদ ও ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদ্‌ইয়ানবাসীদের আর উল্টে যাওয়া নগরসমূহের ? তাদের নিকট অনেক রাসূল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং

টীকা:

১ দুনিয়াবী ধন সম্পদের আধিক্য এবং জনশক্তি বেশি হওয়া কোনো সফলতার চিহ্ন নয়। বরং আল্লাহ পাকের দরবারে সফলতা ঈমান,তাকওয়া ও পরহেযগারীতার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

২ আল্লাহ পাকের নিয়ামত থেকে কাফের ও মুমিন উভয়ই অংশ পায়। কিন্তু কাফেররা তা থেকে শুধুমাত্র দুনিয়াবী উপকার অর্জন করে, অথচ পরিপূর্ণ মুমিন সেখান থেকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই অর্জন করে।

اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾

আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি[১] বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছিলো।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭১. এবং মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীরা একে অপরের বন্ধু। সৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে; নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করে।[২]। এরা ওই সব লোক,যাদের উপর আল্লাহ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ

৭২. আল্লাহ মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে জান্নাতসমূহের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান, যার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। এবং 'আদন' এর বাগানসমূহের মধ্যে পবিত্র স্থানগুলোর ওয়াদা দিয়েছেন। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি হচ্ছে সবচেয়ে বড়। এটাই

وقف لازم

টীকা:

১ এখানে জুলুম দ্বারা নিরাপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য। এবং আল্লাহ পাক সব ধরনের জুলুম থেকে পবিত্র। তিনি যা কিছু করেন বা করবেন তা তার ন্যায়বিচার।

২ এর পূর্বের আয়াতে মুনাফিকদের আর এখানে একনিষ্ঠ ঈমানদারদের যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তা সামনে রেখে সাধারণত সকল মুসলমানদের উচিত যে, তাদের আমল কোনো লোকদের সাথে মিলছে? যদি তাদের আমল একনিষ্ঠ ঈমানদারদের সাথে মিলে তাহলে তারা আল্লাহ পাকের এই দয়ার শুকরিয়া আদায় করবে। আর যদি আমল মুনাফিকদের সাথে মিলে তাহলে তাদের উচিত নিজেদের আমল সঠিক করার ভরপুর চেষ্টা করা। আর একনিষ্ঠ ঈমানদারদের মতো গুণাবলী নিজের মধ্যে গড়ে তোলা, যাতে মুনাফিকদের ব্যাপারে বর্ণিত শাস্তিবার্তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে।

| | |
|---|---|
| اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾ ع | অনেক বড় সফলতা। |
| يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾ | ৭৩. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো[১] এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করো[২]। আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা প্রত্যাবর্তনের কতই না নিকৃষ্ট স্থান। |
| يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي | ৭৪. মুনাফিকরা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, তারা কিছুই বলেনি অথচ অবশ্যই তারা কুফরী কথা বলেছে আর ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী করেছে এবং তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিলো যা তারা করতে পারেনি[৩]; আর তাদের এটাই খারাপ লেগেছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে নিজ দয়ায় অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন? সুতরাং তারা যদি তাওবা করে, তবে তাদের জন্য উত্তম হবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন আযাব |

টীকা:

১ মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করাটা দলিল প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে হবে। আর প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যার আকিদার মধ্যে ফাসাদ রয়েছে, তাদের ব্যাপারেও এই হুকুম রয়েছে যে, দলিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জিহাদ করা হবে। আর যতটুকু সম্ভব তার সাথে কঠোরতা অবলম্বন করা হবে।

২ দ্বীন ও ঈমানের শত্রুদের উপর কঠোরতা করা, নৈতিকতা এবং ইসলামী শিক্ষার বহির্ভূত নয়। আর না এটা কঠোরতা অবলম্বন। বরং এটা ইসলামের মূল শিক্ষা এবং আল্লাহ পাকের হুকুম। তবে অযথা কঠোরতা করা, অথবা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী হত্যাকান্ড ঘটানো অবশ্যই হারাম।

৩ এর দ্বারা মুনাফিকদের নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বাহন থেকে ফেলে দেয়ার ইচ্ছা করাকে বোঝানো হয়েছে। অথবা এটা বোঝানো হয়েছে যে, মুনাফিকরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ছাড়া আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর মুকুট পরানোর চেষ্টা করেছিলো যা পূরণ হয়নি।

| | |
|---|---|
| الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾ | দেবেন এবং পৃথিবীতে তাদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। |
| وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ | ৭৫. এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ সাথে অঙ্গীকার করেছিলো, 'যদি তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই দান-খয়রাত করবো,[১] আর আমরা অবশ্যই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো'। |
| فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾ | ৭৬. অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেলো। |
| فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾ | ৭৭. সুতরাং পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে নিফাক রেখে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে , তারা আল্লাহকে যে ওয়াদা দিয়েছে তা ভঙ্গ করার কারণে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছিলো তার কারণে। |
| اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾ | ৭৮. তারা কি জানে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের গোপনীয় বিষয় আর গোপন পরামর্শ জানেন? আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অদৃশ্যের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত। |

টীকা:

১ এই আয়াত এক ব্যক্তি সা'লাবা বিন আবি হাতিবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, সে হুযুর পাকصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمকে নিজে সম্পদশালী হওয়ার ব্যাপারে দোয়া করার আবেদন জানিয়েছিলো। এবং এর উপর জেদও করেছিলো, সুতরাং হুযুরের দোয়ার বরকতে সে অনেক সম্পদের অধিকারী হয়, পরে সে যাকাত দিতে অস্বীকার করে। আর যখন তার ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয় তখন সে যাকাত নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু হুযুর পাকصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمআল্লাহর হুকুমে তার যাকাত কবুল করেননি।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯. যারা দোষারোপ করে সদকার ব্যাপারে মুমিনদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাদানকারীদেরকে এবং তাদেরকে যারা তাদের পরিশ্রম ছাড়া কিছুই পায় না। অতঃপর তারা তাদেরকে নিয়ে উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের উপহাস করার শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।[১]

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾ ع

৮০. (হে হাবীব!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো কিংবা না-ই করো, যদি তুমি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করতো[২] এবং আল্লাহ ফাসিকদেরকে হেদায়েত দেন না।[৩]

ع ١٠ ١٢

টীকা:

১ এই আয়াত থেকে তিনটি জিনিস জানা গেলো (১) যারা সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ'র ইবাদতকে নিফাক বা লৌকিকতার সাথে তুলনা দেয় আর সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ'র উপর কটাক্ষ করে তারা মুনাফিক(২) নেককার লোকদের নেকীর ব্যাপারে ঠাট্টা করা মুনাফিকদের কাজ। আজও অনেক নামধারী মুসলমানদের ফিল্ম নাটক থেকে কোনো সমস্যা হয় না, তবে দ্বীনি বিষয়ে আমল করা, দ্বীনি পোশাক পরিধান করা, দ্বীনের নাম নিতে কষ্ট হয়। আর তা নিয়ে ঠাট্টা করে।(৩) নেককার বান্দাদের নিয়ে ঠাট্টা করা,তাদেরকে অপবাদ দেওয়া আল্লাহ পাকের সাথে মুকাবিলা করার নামান্তর। এবং আল্লাহ পাক নিজের বান্দাদেরকে প্রতিদান দান করেন।

২ এই আয়াতে মুনাফিকদেরকে ক্ষমা না করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে,তারা আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র অস্বীকারকারী, আর যারা এদের অস্বীকারকারী এবং নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের জন্য স্বীয় সার্বিক রহমতের ভিত্তিতে দোয়া করলেও আল্লাহ পাক তাদের ক্ষমা করবেন না। ক্ষমা না করার মধ্যে হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র মর্যাদার প্রকাশ ঘটে তা এভাবে যে, হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র অস্বীকারকারী জান্নাতে যাবে না। মাগফিরাতের দোয়া দ্বারা কাফেরদের কোনো উপকার হয় না।

৩ এর দ্বারা যারা ঈমান থেকে বহির্ভূত তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুফরে প্রতিষ্ঠিত থাকে আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ
قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ
جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হলো , আর তারা পছন্দ করলো তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা বললো, ‘ তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না’ । তুমি বলো, ‘জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম যদি তারা বুঝতে পারতো’ ।

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ
جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২.অতএব তারা অল্প হাসুক , আর বেশি কাঁদুক,[১] তারা যা অর্জন করেছে তার বিনিময়ে ।

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ
فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ
تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا
مَعِيَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ

৮৩. অতঃপর হে হাবীব! যদি আল্লাহ তোমাকে তাদের কোনো দলের কাছে ফিরিয়ে আনেন এবং তারা তোমার কাছে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি চায়, তবে তুমি বলে দাও তোমরা কখনো আমার সাথে বের হবে না এবং কখনো আমার সঙ্গে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে না। তোমরা প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছো।

টীকা:

১ এই আয়াতে মুনাফিকদের অল্প হাসার আর অধিক কাঁদার হুকুম দেয়া হয়নি, বরং মুনাফিকদের অবস্থার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে মুনাফিকরা যদিও তারা তাদের জীবনে হাসি খুশি ও আনন্দ উদযাপন করুক এটা কম, কেননা পৃথিবী দীর্ঘ হওয়ার পরেও ছোট, এবং আখিরাতে তাদের দুঃখ আর কান্না অনেক বেশি হবে, কেননা আখিরাতের শাস্তি সব সময়ের জন্য হবে। কখনও শেষ হবে না, আর ধ্বংসশীল বস্তু স্থায়ী বস্তুর কাছে সামান্য। এই আয়াত যদিও মুনাফিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তবে আলাদাভাবে আমাদেরকে এই হুকুম দেয়া হয়েছে যে, অল্প হাসবে আর অধিক কান্নাকাটি করবে।

| | |
|---|---|
| اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾ | সুতরাং এখন পেছনে বসে থাকা লোকদের সাথে বসে থাকো।[১] |
| وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾ | ৮৪. এবং তাদের মধ্যে কারো মৃতের উপর কখনো জানাযার নামায পড়বে না এবং না তার কবরের পাশে দাড়াবে। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক অবস্থায় মারা গিয়েছে।[২] |
| وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ | ৮৫. এবং তাদের ধন- সম্পদ ও সন্তান -সন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে। আল্লাহ এটাই চান যে, এর দ্বারা তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে আযাব দেবেন আর কুফরী অবস্থায় তাদের প্রাণবায়ু যেন নির্গত হয় । |
| وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ | ৮৬. এবং যখন কোনো সূরা এই মর্মে নাযিল হয় যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ করো, তখন তাদের মধ্যে সামর্থ্যবান লোকেরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, 'আমাদেরকে |

টীকা:

১ এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, যে ব্যক্তির মাধ্যমে ধোঁকা আর ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়, তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং দুরত্ব বজায় রাখা উচিত। আর শুধুমাত্র মুসলমান দাবী করলেই তাকে সঙ্গী বানানোর অনুমতি নেই। আজ যারা বলে প্রত্যেক কালেমা পাঠকারীকে একসাথে করে নাও আর তার সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকো, এটা এই কুরআনের হুকুমের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

২ এই আয়াতে হুযুর পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মুনাফিকদের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ এবং তাদের দাফন কাজে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। স্মরণ রাখবেন! যদি কোন কাফের মারা যায় তাহলে মুসলমানদের উপর আবশ্যক যে, তারা তার মৃত্যুতে না তার জন্য দোয়া করবে আর না তার কবরের সামনে দাড়াবে। আফসোস বর্তমানে এই অবস্থা যে, যদি মুসলিম রাষ্ট্রে কোনো বড় কাফের মারা যায়, তখন নামধারি মুসলমানরা তাদের মৃত্যুতে এমনভাবে দুঃখ প্রকাশ করে যেন তাদের বড় আপন কেউ মারা গিয়েছে। আর যদি তার কবর নির্মাণ হয় তাহলে সেই কবরের উপর দাড়িয়ে দোয়া করে,এই দোয়া করা একেবারে হারাম।

الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

রেহাই দিন যাতে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের সঙ্গে আমরা বসে থাকবো।[১]

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭.তারা পেছনে থাকা স্ত্রী লোকদের সাথে থাকাকেই বেছে নিলো এবং তাদের অন্তসমূহের উপর মোহর এঁটে দেয়া হলো , ফলে তারা বুঝতে পারে না।[২]

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۫ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তারা তাদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে । যাবতীয় কল্যান তো তাদেরই জন্য । সফলকাম তো তারাই

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾ ع

৮৯. এবং আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন জান্নাতসমূহ, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান। তাতে তারা চিরদিন থাকবে।[৩] এটিই মহাসফলতা।

ع ١١ ١٧

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ

৯০. এবং অজুহাত রচনাকারী বেদুঈনরা এলো যেন তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া

টীকা:

১ সামর্থ্য থাকা সত্বেও ইসলাম ধর্মকে সাহায্য না করা মুনাফিকদের কাজ। সুতরাং যেখানেই মুসলমানরা জুলুমের শিকার হবে, অথবা তাদের আকিদা নষ্ট করা হবে সেখানেই সামর্থ্যবান লোকদের অপর মুসলমানদের নিজের অবস্থা অনুসারে ভরপুর চেষ্টা করা উচিত।

২ অর্থাৎ তাদের কুফরী ও নিফাকের কারণে তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা কিছুই বোঝে না যে, জিহাদে কেমন সফলতা আর সৌভাগ্য রয়েছে, আর বসে থাকার মধ্যে কেমন ধ্বংস আর কঠোরতা রয়েছে।

৩ জান্নাতীরা স্বীয় জান্নাতের পরিপূর্ণ মালিক হবে। সেখানে মেহমানদের মতো মালিকানা ছাড়া অবস্থান করবে না বরং তাদের আপ্যায়ন মেহমানদের মতো হবে।

لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾

হয় এবং বসে রইলো ওই সব লোক, যারা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে মিথ্যা বলেছে; অচিরেই তাদের মধ্যকার কাফেরদের কাছে বেদনাদায়ক আযাব পৌঁছবে।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾

৯১. দুর্বলদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, না পীড়িতদের বিরুদ্ধে এবং না তাদের বিরুদ্ধে, যাদের ব্যয় করার সামর্থ্য নেই যদি তারা আল্লাহ ও রাসূলের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়।[১] সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোনো সুযোগ নেই। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ ؕ

৯২. এবং না তাদের উপর কোনো অভিযোগ রয়েছে, যারা তোমার কাছে এসে বলে যেন তুমি তাদেরকে বাহন দান করো, (কিন্তু তুমি বলে দিলে) 'আমার কাছে কোনো বাহন নেই, যার উপর তোমাদেরকে উপবিষ্ট করবো। ফলে, তারা এভাবে ফিরে গেলো যে, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিলো এ দুঃখে যে- ব্যয় বহন করার মতো তাদের কাছে কিছুই ছিলো না।

টীকা:

১ মিথ্যা আপত্তি উপস্থাপন কারীদের কথা উল্লেখ করার পর সত্য আপত্তি উপস্থাপন কারীদের বিষয়ে বললেন যে, তাদের জন্য জিহাদ করা ফরয নয়। এরা কারা? এদের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম পর্যায় দুর্বলদের, যেমন বৃদ্ধ, শিশু, নারী, এবং ওই ব্যক্তিও তাদের অর্ন্তভুক্ত যারা জন্মগত দুর্বল। দ্বিতীয় স্তর হল, অসুস্থ,অন্ধ, খোড়া,বিকলাঙ্গ ও অর্ন্তভুক্ত। তৃতীয় স্তর হল ওই সব লোক, যাদের খরচ করার সামর্থ্য নেই এবং জিহাদের সামগ্রী নেই, এরা যদি থেকে যায় তাহলে তাদের উপর কোনো গুনাহ নেই।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. অভিযোগ তো তাদেরই বিরুদ্ধে যারা সম্পদশালী হওয়ার পরও তোমার কাছে অব্যাহতি চায় । তারা স্ত্রীলোকদের সঙ্গী হয়ে পেছনে বসে থাকাকেই পছন্দ করলো। আর আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন। তাই তারা কিছুই জানে না।